হরর কমিক্স

দ্য থিং

জন উড ক্যাম্পবেল
জুনিয়রের কাহিনি
অবলম্বনে ও অনুকরণে
চারটি সম্পূর্ণ কমিক্স
অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ দেবাশীষ কর্মকার

পরলোকের দানব
মানবজাতি... এক ভয়ংকর শয়তানের মুখোমুখি হয়েছে— **পরলোকের দানব**... অজ্ঞাত এক দুনিয়া থেকে আসা এক রহস্যময় প্রাণী! মধ্যরাতের চলমান ছায়াদের ফিসফিসানি শুনে শিউরে ওঠার মতোই লোমহর্ষক এ-কাহিনি... এ-দানব নিজের অতিপ্রাকৃত রূপ নশ্বর দেহ অবলম্বন করে লুকিয়ে রাখে! সেটা হতে পারেন আপনি, হতে পারি আমি, বা হতে পারে আপনার পাশের লোকটি... **সাবধান! পরলোকের দানব** কিন্তু আপনার আশেপাশেই অবাধে চলেফিরে বেড়াচ্ছে!
শিল্পী— এডভার্ড মর্টিজ
এ-কাহিনির ঘটনাস্থল উত্তরমেরুর হিমশীতল পুরু বরফের চাদরে ঢাকা এক জনশূন্য অঞ্চল...
উফ, এখানকার গবেষণার কাজ শেষ হওয়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন... জমাট বাঁধা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ছোট ছোট কণার মেঘ থেকে হওয়া মেরুঝড়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেছে! ভাবতে পারছ, অ্যান... আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা আমেরিকায় ফিরে যাব!
এরচে' আর ভাল খবর হতেই পারে না, প্রিয়তম... বাড়ি ফেরার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছি না!
হঠাৎ...
অ্যান... ওখানে একটা চিড় আছে... সাবধান!
ইইইইক!

ও পড়ে গেছে... সবাই দড়িটা শক্ত করে ধরো!
আ-আমরাও বরফে পা পিছলে পড়ে যেতে পারি!
উফ, দড়িটাকে শতকোটি প্রনাম... ভাগ্য ভাল বলতে হবে যে আমার টানের চোটে বাকিরাও পড়ে যায়নি!
চিন্তা কোরো না, অ্যান... আমরা তোমাকে টেনে তুলছি!
কিন্তু দড়ি টানা শুরু হতেই...
ওই... ওই জিনিসটা... ওঃ, না... না!
বাপ রে... ওর তো জ্ঞান নেই দেখছি! জ্ঞান হারানোর মতো তো এখানে কিছুই নেই... নিশ্চয়ই ওর চোট লেগেছে!
আমার তো তা মনে হয় না... দেখে মনে হচ্ছে ও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে! উপরে তুলে ওর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে হবে!
কিছুক্ষণ পর...
যাক বাবা, ওর জ্ঞান ফিরেছে! তুমি ঠিক আছো তো?
হ্যাঁ, আমি... আমি... ওঃ, মনে পড়েছে! ফাটলটার মধ্যে... বরফের মধ্যে জমা... একটা ভয়ংকর দেখতে জিনিস... যেন নরক থেকে আসা কোনও রাক্ষস!
বেচারি... পড়ে গিয়ে বোধহয় সাময়িক বিকার এসেছে, তাই প্রলাপ বকছে!
কিন্তু ডসন, ওর কথাগুলো যদি প্রলাপ না হয়... যদি ও সত্যিই কিছু দেখে থাকে তো? আমাদের একজনকে নীচে নেমে ব্যাপারটা দেখতে হবে!
আমি যাচ্ছি তাহলে... অভিযানের সবথেকে কম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আমি... আর আমি তোমাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়ুক সেটা চাই না!
ধন্যবাদ, হকিন্স... আমার জানাশোনার মধ্যে তুমি সবথেকে দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল লোক! কিন্তু যেহেতু আমার স্ত্রী'র কথায় নীচে নেমে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেহেতু ওখানে আমিই যাব!

আবহাওয়াবিদ গিল ব্রায়ার ফাটলটায় নামার পর...
সর্বনাশ... এ তো সত্যি দেখছি! কী বীভৎস দেখতে... এ জিনিস পৃথিবীর হতেই পারে না!
গিল উপরে ফিরে আসার পর...
জিনিসটাকে অ্যান দেখেছে... আমি দেখেছি! এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার... এক প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত এক নমুনা! কামিংস, তুমি এই অভিযানের নেতা... জিনিসটাকে গবেষণার জন্য বরফ থেকে বের করার ব্যাপারে তোমার কী মতামত?
শুনে... শুনে তো মনে হচ্ছে আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু আবিষ্কার করেছি! ডসন... হকিন্স... যত জলদি পারো শিবির থেকে কাঠের গুঁড়ি আর সাজসরঞ্জাম নিয়ে এসো! আমি গিলের সাথে বরফ কাটার ব্যবস্থা করছি গিয়ে!
কয়েক ঘণ্টা পর...
ওই যে... হয়ে এসেছে... আর অল্প একটু বাকি... টানো!
গ-গিল, এবার আমি হাঁটতে পারব... আর এমনিতেও ওই... ওই রাক্ষসটার উপর চেপে শিবিরে ফিরতে হলে আমার আবার জ্ঞান হারাবে!
ঠিক আছে, প্রিয়তমা... আরে... কুকুরগুলো কেমন করছে দ্যাখো! মনে হচ্ছে যেন ওরা জিনিসটার থেকে দূরে দূরে থাকতে চাইছে... যেন ওটা জ্যান্ত একটা কিছু, তাই প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছে!
শিবিরে ফিরে...
কুকুরগুলো জিনিসটার থেকে দূরে যেতে পেরে নিশ্চয়ই ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়েছে... এবার ভাল করে গবেষণার জন্য জিনিসটাকে বরফ গলিয়ে বের করে আনতে হবে!
না, কামিংস... জিনিসটাকে বোধহয় বরফ থেকে বের করাটা উচিত হবে না! জিনিসটার আকৃতি দেখে ওটাকে পৃথিবীর জীব বলে তো মনে হচ্ছে না... হতে পারে অনেককাল আগে ওটা অন্য কোনও গ্রহ থেকে ওই বরফের মধ্যে নেমেছিল! আর জিনিসটা হয়তো মৃত না'ও হতে পারে... হয়তো ওটা নিছকই মরে থাকার ভান করে আছে!
আমাদের অসতর্কতায় জিনিসটা যদি পুনর্জীবিত হওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে যে কী হবে তা কেউই বলতে পারবে না! হয়তো ওটা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে ধ্বংসলীলা শুরু করল! আমি... আমি সেটার দায়ভার নিতে চাইছি না!
যত্তসব... শোনো হকিন্স, তোমার সহৃদয় আর ভাবুক স্বভাবের কারণে নিজের সাধারণ বোধবুদ্ধিকে কাজে লাগাতে পারছ না! ওই জানোয়ারটার বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনাই নেই... আর আমরা এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের উপর নিছক কিছু ছেলেমানুষি ভয়ের কারণে গবেষণা করা থামিয়ে দিতে পারি না নিশ্চয়ই!

আমি গিলের সাথে একমত... এই জন্তুটার উপর গবেষণায় হয়তো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক মূল্যবান কিছু পাওয়া যাবে... আর মানবজাতির ক্ষেত্রেও!
তাহলে তো হয়েই গেল... গবেষণার দিকেই দল ভারী! গুদামঘরে জিনিসটাকে রেখে বরফ গলানোর ব্যবস্থা করতে হবে... আর সবাই পালা করে জিনিসটার ওপর নজর রাখবে!
বেশ, হার মানলাম তাহলে... চলো, প্রথম পাহারা আমিই দেব নাহয়!
কিন্তু সেরাতে ঘরের স্টোভের বেশি তাপমাত্রার কারণে খুব তাড়াতাড়িই বরফ গলতে শুরু করল... উষ্ণ তাপের আরামে এদিকে হকিন্সেরও চোখ বুজে এল...
ঘড়র-ঘড়... ঘড়র-ঘড়...
তারপর...
ওই আর্তনাদটা... এ তো হকিন্সের গলা!
গুদামঘরের ওদিক থেকে আসছে, চলো জলদি!
হকিন্স... তুমি ঠিক আছো?... জন্তুটা কোথায়?
আমি... আমি জানি না! মনে... মনে হয় আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম... চোখ খুলে দেখি জিনিসটা উঠে দাঁড়িয়েছে... তারপর ওটা অদৃশ্য হয়ে যায়! একদম... অদৃশ্য হয়ে যায়...
জিনিসটা ছাড়া পেয়ে আশেপাশেই কোথাও ওঁত পেতে রয়েছে ভাবতেই কেমন যেন শিউরে উঠছি!
বন্দুক নিয়ে এসে আশপাশটা ভাল করে খুঁজে দেখতে হবে!
কিন্তু সারারাত খোঁজার পরও...
কোনও চিহ্নই নেই খুঁজে পাওয়া গেল না... যেন ওটা কখনও ছিলই না!
এখন তো মনে হচ্ছে হকিন্সই ঠিক বলছিল! শুধুমাত্র অন্য... অজ্ঞাত কোনও গ্রহের... জন্তুরই এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা থাকে!

এখন মনে হচ্ছে আমি যতটা ভেবেছিলাম জিনিসটা ততটাও ভয়ংকর নয়! ওটা কিন্তু এখনও আমাদের উপর হামলা করেনি, তাই জিনিসটাকে ক্ষতিকরও বলা যাবে না! এখন আমাদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার যে পরিকল্পনা হয়েছিল সেটাতেই বেশি ধ্যান দেওয়া উচিত... এখানকার কাজ তো সব মিটেই গেছে!
ঠিকই বলেছ, কুকুরগুলোকে খাইয়ে, আমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা দিতে হবে... ওই যে, বলতে না বলতেই ওরা চলে এসেছে!
গর্‌র্‌র্‌র্!
বেশ, বোধহয় এই শেষবারের মতো ওদের হাতে ধরে খাওয়াচ্ছি! এদিকে আয়, হ্যাংলা হতচ্ছাড়ারা... অ্যাঁ?
কেমন লোমখাড়া করে দাঁত খিঁচিয়ে চেঁচাচ্ছে দ্যাখো ওরা... যেন অশুভ কিছুর মুখোমুখি হয়েছে! ওদের হয়েছেটা কী, হকিন্স?... খাওয়ানোর সময় তো ওরা তোমার গায়ে লুটোপুটি খায়!
র্‌র্‌র্‌র্!
ওরা এমনভাবে পালাল যেন প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে... শুধু সবথেকে তেজীয়ানটা বাদে!
বেশ, খুব শিগগিরিই এটারও ব্যবস্থা করছি!
গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্!
এই নে, নোংরা কুকুর কোথাকার!
কেঁউ!
ধিপ!
মনে হয় বরফ গলার সময় ওই জন্তুটার গায়ের গন্ধ আমার জামাকাপড়ে লেগে গিয়েছিল... তাতেই ওরা ভড়কে গেছে! কাপড়জামা পাল্টে এসে তারপর ওদের খাওয়াচ্ছি!
না, আমি চাই না তুমি আর ওদের কাছে ঘেঁষো... তোমার ওই নৃশংস, অমানুষিক লাথি মারাটার কোনও অজুহাতেই কাজ দেবে না, তা সে ওরা যে কারণেই ভয় পেয়ে অমনটা করুক না কেন! আমি নিজে ওদেরকে খাওয়াব!
হুম, ব্যাপারটা কেমন জানি ঠেকছে...
পরে...
হকিন্সের উপর নজর রাখাটা হয়তো একটু পাগলামিই মনে হচ্ছে... কিন্তু, আরে... কুকুর-গুলোর কাছে ও চুপিচুপি গিয়ে কী করছে?
আহা, আশেপাশে কেউ নেই... আর আমার উপর অমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বি না! এবার আমি আমার...
আসল রূপে ফিরে এসে... তোকে একটু ছুঁয়ে দেব!
সর্বনাশ... হকিন্স... হকিন্স বদলে গিয়ে জন্তুটার রূপধারণ করল!
গর্‌র্‌র্‌র্!

ভয়ংকর জন্তুটা কুকুরটাকে ছুঁতেই...
এ... এ কী দেখছি! কুকুরটাকে জন্তুটা একটু ছুঁল শুধু... আর তাতেই কুকুরটা একটা **দানব-কুকুরে** পরিণত হল!
আহা, এবার তুই আমার স্বজাতি হয়ে গেছিস! চল... তোর দড়িটা খুলে দিই তারপর দু'জনেই মানুষ আর কুকুর রূপে ফিরে যাই... তারপর পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকে আমাদের প্রজাতিতে বদলে ফেলব!
নি... নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না... বাকিদের একথা বললে ওরা ভাববে আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছি! একমাত্র একটাই উপায় আছে প্রমাণ করার... আর ওই শয়তানটাকে থামানোর!
কিছুক্ষণ পর...
এই! দেখেছ... কুকুরগুলো আমাকে আর ভয় পাচ্ছে না!
হ্যাঁ... কিন্তু আমি জানি কেন! আর এক পা'ও এগোবে না, হকিন্স... কারোর কাছে ঘেঁষবে না... তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি!
তোমার নজর রাখার সময় ওই জন্তুটার হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যাওয়ার কথাটা প্রথমে আমি বিশ্বাসই করে নিয়েছিলাম... কিন্তু তারপর থেকেই তোমার চালচলন-কথাবার্তায় আমার সন্দেহ হয়! প্রথমে তুমি সবাইকে ওই জন্তুটার কথা ভুলে গিয়ে বাড়ি ফেরার কথা বলো, কিন্তু আসল হকিন্স হলে পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত ওই জন্তুটাকে খুঁজে যেত, এমনকী ওটা যদি কারোর ক্ষতি করতে যেত তাহলে দয়ালু হকিন্স নিজের জীবনের পরোয়া না করে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ত!
তারপর যখন কুকুরগুলো তোমাকে দেখে ভয় পেতে লাগল, তখন আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল... কিন্তু তোমার ওই নৃশংসভাবে লাথিটা মারার আগে পর্যন্ত আমার সন্দেহটা জোরদার হয়নি... ভদ্র স্বভাবের হকিন্স কোনও দিনই অমন কাজ করত না! তারপর আমি তোমার পিছু নিই... দেখি তুমি ওই জিনিসটাতে বদলে যাচ্ছ... এমনকী কুকুরটাকেও ছুঁয়ে নিজের মতো করে নিলে! হকিন্স, আমি বাজি লাগিয়ে বলতে পারি জন্তুটার উপর নজর রাখার সময় তুমি যখন একটুখানি ঘুমিয়ে পড়েছিলে তখন ওটা তোমার শরীর ঢুকে যায়!

কী যা-তা বকছ! তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, গিল!
না, মাথা খারাপ হয়নি... তুমি এখন ওই জন্তুটার নির্দেশমতো চলছ... তুমিই ওই জন্তু! তোমার মধ্যে নিজের রূপ বদলাবার ক্ষমতা রয়েছে... নিজের আসল রূপে থাকার সময় তুমি যে কোনও প্রাণীকে একটুখানি ছুঁয়েই নিজের প্রজাতিতে বদলে ফেলতে পারো! কিন্তু তুমি জ্যান্ত অবস্থায় মানবসভ্যতায় ফিরতে পারবে না... তোমার মাথায় যতই অশুভ পরিকল্পনা থাকুক না কেন, আমি তা সফল হতে দেব না!
এখন নিশ্চয়ই বাকিরাও বুঝতে পেরেছে যে তুমি পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছ! আর আমি যদি সেই জন্তুটা হয়েও থাকি, আমায় তুমি কীভাবে আটকাবে সেটা একটু যুক্তি দিয়ে বোঝাবে কি?
এই বন্দুকটা দিয়ে! এটা দিয়ে মেঘের মধ্যে জমাট বাঁধা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ছোট ছোট কণা ছোড়া হয়... বরফ তৈরি করার জন্য! জিনিসটা তোমাকে আটকাতে দারুণ কাজে দেবে... কারণ এতে হয়তো তোমার গায়ে আঁচড়টাও লাগবে না, কিন্তু এটা থেকে বেরনো ছোট ছোট কণা তোমার শরীরে ঢুকে তোমাকে মুহূর্তের মধ্যে বরফজমা করে দেবে...
...আর তোমার আগের বরফের চাঁই হওয়া অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে!
আমি খুব জলদিই রূপ বদলাতে পারি... যখন আমি তোমায় ছোঁব...
তুমি আর কাউকেই ছুঁতে পারবে না!
গুড়ুম!
ওঃ! কী... কী ভয়ংকর!
এ-এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না চোখের সামনে এমনকিছু দেখলাম! গোটা মানবজাতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে, গিল! যদি এটা একবার লোকালয়ে পৌঁছাত...
হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মানুষকে নিজের প্রজাতিতে বদলে নিত, এক এক করে, কেউ তফাতটা ধরতেও পারত না... কেননা সকলেই অবিকল মানুষের মতোই দেখতে হতো, তারপর ওরা সংখ্যায় অগুনতি হয়ে পৃথিবী কব্জা করে ফেলত... আরে... আমার একদম খেয়ালই ছিল না!
এক্ষুনি মাথায় এল... গতরাতে অন্ধকারে যখন আমরা সবাই ওই জিনিসটাকে খুঁজছিলাম, হকিন্স তখন হয়তো তোমাদের তিনজনকেই ছুঁয়ে দিয়েছে... তোমরা সবাই মানুষের ছদ্মবেশে থাকা ওই জানোয়ারটাও তো হতে পারো!
কামিংস, হয়তো... জিনিসটা তোমাকে ছুঁয়েছে! আমার থেকে দূরে থাকো!
তুমিও আমাকে ছোঁবে না... সরে দাঁড়াও!
গিল... কালরাতে তুমিও কিছুক্ষণ একা ছিলে! তুমি... তুমিও হয়তো আর মানুষ নও!

নিশ্চয়ই, তুমিও যদি ওই জিনিসটার একটা হও তাহলে এমনটা তো বলবেই... নিজে ভাল সাজার জন্য! কিন্তু জিনিসটা যদি আমাকে কাবুই করে ফেলে, তাহলে কি আমি ওটাকেশেষ করে নিজের বিপদ ডেকে আনতাম?
তুমি ঠিকই বলেছ, প্রিয়তম... তোমাকে সন্দেহ করাটা আমার ভুল হয়েছে! কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আমি এখনও মানুষই আছি! দয়া করে বন্দুকটা নামিয়ে বলো যে তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, আমাকে ভালবাসো!
কাছে এসো না, অ্যান... তোমরা সবাই আমরা থেকে দূরে থাকো! তোমাদের একজনকেও বিশ্বাস করি না আমি... গোটা মানবজাতির বিপদের প্রশ্ন যখন তখন তো কোনওমতেই নয়! তোমরা একজনও আমার চোখের সামনে থেকে নড়বে না... কিন্তু কাছে আসবে না খবরদার... যতক্ষণ না তোমরা মানুষ কিনা জানার কোনও উপায় বের করতে পারছি! দাঁড়াও... একটা উপায় মাথায় এসেছে!
কুকুরের ইন্দ্রিয় খুবই সজাগ হয়, আমরা মানুষ কিনা ওরাই প্রমাণ করবে! সারি বেঁধে হাঁটতে শুরু করো... একে অপরের খুব বেশি কাছে ঘেঁষবে না! বাকি কুকুর-গুলো যেখানে বাঁধা আছে আমরা সেখানে যাব!
বুদ্ধিটা ভালই, গিল... ওরাই প্রমাণ করবে আমরা মানুষ নাকি জানোয়ার! আমি সবার প্রথমে যাব এই পরীক্ষা করাতে!
কিছুক্ষণ পর...
শাবাশ, খুব ভাল কুকুর তুই! দেখলে, গিল... কেমন কাছে এসে হাত-পা চাটতে শুরু করেছে! আমি যে এখনও মানুষই আছি তা আর বলে দিতে হবে!
ঠিক আছে, ডসন... তুমি পরীক্ষায় পাশ করেছ! সরে দাঁড়াও, কামিংস্ তুমি এসো!
এই তো, ভাল কুকুর... এদিকে আয়... অ্যাঁ? ও আমার থেকে পালাচ্ছে!
গিল, ও কামিংস্ নয়!... বন্দুকটা চালাও!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সঠিক সময়ে ওর মুখোশ খসেছে! তৈরি হও কামিংস্, তোমার সময় ঘনিয়ে এসেছে!
গরররর!
না, গিল... না! আমি মানুষ, মানুষ... বিশ্বাস করো আমার কথা!
কুকুর মানুষ চিনতে ভুল করতে পারে না! সরে যাও... তুমি আজ শেষ!
দাঁড়াও, গিল... দাঁড়াও! কুকুরেরও ভুল হতে পারে!
হকিন্স কুকুরগুলোর একটাকে নিজের স্বজাতিতে বদলে ফেলেছিল... হয়তো ও সবার অলক্ষ্যে বাকি কুকুরগুলোকেও বদলে ফেলেছিল! যদি তা'ই হয়ে থাকে, তাহলে ওরা নিজের স্বজাতির সাথে বন্ধুর মতোই মিশবে... কিন্তু মানুষের সাথে তেমনটা করবে না!
সর্বনাশ... ও ঠিকই বলছে! একটাই কাজ করা বাকি আছে তাহলে...
বুদ্ধিটা ভালই খাটিয়েছিলে, অ্যান... কিন্তু দুঃখের কথা এই যে তুমি এইমাত্র নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে ফেলেছ!

তোমার মুখোশ খসে গেছে, অ্যান... পরীক্ষায় তোমার সত্যিটা প্রকাশ হয়ে যেত, তাই তুমি আমাকে উল্টোপাল্টা কথা বলে আটকাতে চাইছ! আর কোনও পরীক্ষার দরকার নেই, অ্যান... এবার সোজা তোমাকে খতম করব!
নাআঁআঁআঁ!
ঈশ্বরের দোহাই, গিল... এমনটা কোরো না! অ্যান তোমার স্ত্রী... প্রমাণ ছাড়া ওকে মারলে সেটাই বরং বর্বর পশুর মতো কাজ করা হবে!
ওকে মেরে ফেলো, গিল! ওদের দু'জনকেই মেরে ফেলো... ওদের দু'জনের মধ্যেই ওই জানোয়ারটা ঢুকে গেছে!
আমি ঠিক এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম, ডসন... আর লুকিয়ে লাভ নেই! তোমাকে আমি দয়ালু, সহানুভূতিশীল বলেই জানতাম... অ্যান ওই ফাটলটায় পড়ে যাওয়ার সময় তুমি কতটা উতলা হয়ে উঠেছিলে সেটা আমার এখনও মনে আছে! কিন্তু কামিংস্ ঠিকই বলেছে... একমাত্র একটা নরপশুই কোনও প্রমাণ ছাড়া কাউকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করায় সায় দেবে... আর তোমার চাহনিই বলে দিচ্ছে তুমি সেই খুনটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবে!
কিন্তু অ্যানকে মারার কথাটা আমি মিথ্যে বলেছিলাম... আর সেটা কাজেও দিয়েছে! হকিন্স নিশ্চয়ই তোমাকে গতরাতে বদলে দিয়েছিল... আর ও নিশ্চয়ই বাদবাকি কুকুরগুলোকেও বদলে দিয়েছিল! সেইজন্যই কুকুরগুলো তোমাকে দেখে কিছু করেনি! আরও একটা ব্যাপার, হকিন্সের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথায় তুমি সায় দিয়েছিলে... কিন্তু তুমি বাড়িতে জীবনেও ফিরতে পারবে না!
ও আচ্ছা, তাই নাকি?
তোমাকে ছুঁলেই... আঁআঁআঁআঁআঁআঁ!
তুমি এই মিথ্যেটার ফাঁদেও পা দিয়েছ... জানোয়ার! বন্দুকটা আমি ইচ্ছে করেই নামিয়ে রেখেছিলাম যাতে তুমি বদলে গিয়ে আমাকে ছোঁয়ার মতলব করো... কেননা তুমি মানুষ হলে তোমাকে মারতে আমার হাত কাঁপত... তোমাকে জানোয়ারের রূপে ফিরে আনার জন্যই এসব চাল চেলেছি!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ওটা শেষ হয়েছে! কিছুক্ষণের জন্য তুমি আমাকে খুবই পাইয়ে দিয়েছিলে!
কিন্তু গিল, কামিংস্ আর আমি যে মানুষ সেব্যাপারে নিশ্চিত হচ্ছ কীভাবে...?
প্রথমটায় নিশ্চিত ছিলাম না... যতক্ষণ না ডসন নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে! তোমাদের দু'জনকেই মারার কথা বলায় প্রমাণ হয়ে যায় যে ও আর মানুষ নেই... কিন্তু তোমরা এখনও মানুষই আছো!
পরে...
বেশ, এই ওদের সমাপ্তি ঘটল! ডিনামাইট বিস্ফোরণে ফাটলটাতে ফেলা জানোয়ার আর কুকুরগুলো হাজার হাজার টন বরফের তলায় চাপা পড়বে, কেউই আর কোনও দিনও ওদের অসতর্ক ভাবে বরফ গলিয়ে বের করে আনার সুযোগ পাবে না!
এবার আমরা লোকালয়ের দিকে যাত্রা শুরু করতে পারি! দেশে ফিরে আমি সবার প্রথমে তাজা শাকসবজি খাব... কয়েকমাস যাবত ওগুলো না খাওয়ার ক্ষতি-পূরণ করব!
বুম!
কয়েক সপ্তাহ পর...
তাজা শাকসবজি? দুঃখিত, ম্যাডাম... সব শেষ হয়ে গেছে! কিন্তু আমাদের কাছে বরফ চাপা কিছু শাকসবজি আছে... এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই বরফ গলিয়ে নিয়ে আসছি...
বরফ চাপা... বরফ গলিয়ে? না... না... না!
7

সেই সবুজ জিনিসটা!

চিত্রনাট্য— অ্যালবার্ট বি. ফেল্ডস্টাইন; ছবি— জো অরলান্ডো

ভোরের প্রথম আলো চালাঘরটায় আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে, রাতের অন্ধকার ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে, আকাশের কয়েকটা মিটিমিটি তারা টিমটিম করতে করতে নিভতে শুরু করেছে... জর্জ মেঞ্জিস তার সবেধন নীলমণি বসি'র পাশে একটা জীর্ণ টুলে বসে আছে... বাঁটগুলো থেকে তার দুধের শেষ ফোঁটাটুকু পর্যন্ত নিংড়ে নিচ্ছে... একটা কেরোসিনের লণ্ঠন বেশ উজ্জ্বল আলোই ছড়িয়ে দিয়েছে চালাঘরটায়... হঠাৎ কাছেই একটা চোখ ধাঁধানো আলো জ্বলে উঠল... চালাঘরটায় এক মুহূর্তের জন্য যেন একটা আলোর ঝলকানি খেলে গেল...

জর্জ চট করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অসাবধানতাবশত দুধের বালতিটাতে লাথি মেরে বসল, মেজাজ খাপ্পা হয়ে উঠল ওর... অন্যদিক থেকে চালাঘরটায় একটা হাসির রোল উঠল...

লম্বা রোগা ছেলেটার মুখ শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল... বছর ষোলো বয়স হবে মেরেকেটে... নতুন ফ্ল্যাশ লাগানো ছোট ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ছেলেটা অনুশোচনায় মুখ নিচু করে চলকে পড়া দুধের গড়িয়ে যাওয়া দেখতে লাগল...

কেনি আর একটুও না দাঁড়িয়ে চালাঘরটা থেকে একরকম পালিয়ে বাঁচল যেন... পিছন থেকে ওর বাবার ক্রুদ্ধ চেঁচামেচি ভেসে আসতে লাগল...
বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংস করা হচ্ছে! কোথায় বাড়ির কাজে হাত লাগাবে তা না, বাবু আজে-বাজে জিনিস কিনে সারাদিন এদিক ওদিক টো-টো করে বেড়াচ্ছেন!
ঠিক আছে, বাবা! ঠিক আছে!
ছেলেটা চালাঘর থেকে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল... বাড়িটা থেকে একটা লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল... এই খামারবাড়িটার জনমজুর হ্যাঙ্ক লাবার্স...
সুপ্রভাত, কেনি! এত চেঁচামেচি কীসের হচ্ছে?
ও কিছু না, হ্যাঙ্ক! আমি একটা ছবি তুলছিলাম আর তাতে বাবা চমকে উঠে দুধের বালতিটা ফেলে দেয়! তাই চেঁচাচ্ছে!
ছবি তুলছিলে? এত সকালে?
হ্যাঁ! ক্যামেরাটার একটা ফ্ল্যাশ কিনেছি... ক'টা ফিল্টারও কিনেছি! আ-আমি...
এমন সময় হঠাৎ একটা গর্জন ভেসে এল... গর্জনটা এক বিশাল জলপ্রপাত আছড়ে পড়ার মতো শোনাল... গর্জনের চোটে খামারবাড়ি ও আশেপাশের বাড়িগুলোও কেঁপে উঠল... কেনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল... জর্জ মেজ্ঞিস তিরবেগে চালাঘরটা বেরিয়ে এল...
দ্যাখো! ওই যে! ওই দিকে!
এ কী দেখছি!
হে ঈশ্বর! ওটা কী?
রুপোর মতো চকচক করা একটা অদ্ভুতদর্শন জিনিসকে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে আসতে দেখা গেল...
ওটা একটা মহাকাশযান, বাবা! একটা মহাকাশ-যান!
ওটা দক্ষিণের ঘাস জমির দিকে যাচ্ছে!
আমার বন্দুকটা নিয়ে এসো, হ্যাঙ্ক!
হ্যাঙ্ক বাড়ির দিকে ছুটল... চকচকে জিনিসটা দক্ষিণের ঘাসজমির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল... হঠাৎই ভোরের ধুসর আকাশ উজ্জ্বল লাল রঙে ছেয়ে গেল...
ওটা কিছুর সাথে ধাক্কা খেয়েছে! আগুন ধরে গেছে!
জলদি, হ্যাঙ্ক!
মিসেস মেজ্ঞিস! মিসেস মেজ্ঞিস! বন্দুকটা বের করুন!
ফ্যাকাসে মুখের এক শুভ্রকেশী মহিলা হাতে একটা বন্দুক নিয়ে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল... হ্যাঙ্ক সেটা নেওয়ার জন্য ছুটে এল...
কী হয়েছে?
জানি না! কেনি বলল ও নাকি একটা মহাকাশযান দেখেছে!
যত্তসব! ওই আজগুবি কল্পবিজ্ঞানের কমিক্স-গুলোই ওর মাথাটা খেয়েছে!
২

একসময় আগুনটা নিভে গেল, আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে গেল... খামারবাড়িটা থেকে একটি বাচ্চা মেয়েকে বাইরে উঁকি মারতে দেখা গেল... সবক'টা চোখ দক্ষিণের ঘাসজমিটার দিকে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল...
কী হয়েছে, মা?
চুপ, সারা!
দেখুন মিঃ মেঞ্জিস! কী একটা জিনিস যেন এদিকে আসছে!
সর্বনাশ!
সবুজ ধোঁয়ার একটা জিনিস নিঃশব্দে মাটির উপর পিছল খাওয়ার মতো গড়াতে গড়াতে এগোতে লাগল... অসংখ্য শুঁড়ের মতো দেখতে ক্রমাগত আকার বদলাতে থাকা সবুজ ধোঁয়ার মতো স্বচ্ছ জিনিসটা ক্রমশই খামারবাড়িটার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল...
(ঢোঁক!)
জিনিসটা সোজা এদিকেই আসছে!
ওটা কী?
মহাকাশযানের প্রাণী!
চোপ!
সবুজ ধোঁয়ার মতো জিনিসটা পাঁচ জোড়া ভয়ার্ত চোখের সামনে দিয়ে জমিটার উপর গড়াতে গড়াতে এগোতে লাগল... চালাঘরটা থেকে বসি'র ছটফট করার শব্দ শোনা গেল... ঘোড়াটাও ভয়ে চিঁহিঁ ডাক ডেকে উঠল...
জিনিসটা ঘুরে গেল!
ওটা চালা-ঘরের দিকে যাচ্ছে!
বসি'র আওয়াজ শুনতে পেয়েছে!
চালাঘরের দরজাটা খোলা... সবুজ ধোঁয়ার মতো জিনিসটাকে গড়াতে গড়াতে ওদিকটাতেই যেতে দেখা গেল... বসি'র চিৎকার শোনা গেল... ঘোড়াটার ছটফটানি শোনা গেল...
চলো!
না, বাবা! দাঁড়াও!
খামারবাড়িটার ভেতর থেকে একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল... জর্জ চালাঘরটার দিকে দৌড়তে শুরু করল...
হ্যাঙ্ক, রেক্সকে নিয়ে এসো! জলদি!
হ্যাঁ, স্যার!
না, বাবা! ওখানে যেয়ো না!
জর্জ কেনির কথায় কান দিল না... হ্যাঙ্ক খামারবাড়িটার ভেতর থেকে একটা কুকুরকে নিয়ে ফিরে এল... কুকুরটার ঘাড়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, চাপা গজরানি বেরোতে শুরু করল গলা থেকে, সমানে দাঁত খিঁচোতে লাগল... হ্যাঙ্ক আর জর্জ চালাঘরটার ঢোকার মুখটায় দাঁড়িয়ে রইল...
ওই যে ওখানে! কোণে লুকিয়ে আছে!
ধর ওটাকে, রেক্স! ছাড়বি না!
উজ্জ্বল সবুজ জিনিসটাকে চালাঘরের কোণায় সমানে মোচড় দিতে দেখা গেল... কুকুরটা মুহূর্তের মধ্যে জিনিসটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল... জর্জ মেঞ্জিস জিনিসটার দিকে বন্দুক তাক করল...
শাবাশ! শাবা... এ কী... সর্বনাশ...
জিনিসটা রেক্সের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে!
রেক্স! রেক্স!

কেনি চালাঘরটার দরজার কাছে আতঙ্কে চোখ বড় করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল... বারবার কুকুরটার নাম ধরে ডাকতে লাগল... এমন সময় কুকুরটা ঘুরে দাঁড়াল, দাঁত খিঁচোতে শুরু করল... দাঁতগুলো ঝলসে উঠল যেন...
সবুজ! কুকুরটা সবুজ হয়ে গেছে!
জিনিসটা ওর মধ্যে ঢুকে গেছে!
রেক্স! রেক্স!
কুকুরটা কেনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল... কুকুরটার হাঁ করা মুখ থেকে ক্রমাগত লালা ঝরতে দেখা গেল... ঘটনাটার আকস্মিকতায় চমকে গিয়ে জর্জ বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিল...
সরে যা, কেনি!
ইইইইইইইইইইইই
গুড়ুম!
গুলি লাগার সাথে সাথেই রেক্সের শরীরটা অদ্ভুত ভাবে হাওয়ার মোচড় দিয়ে উঠল... একটা কাটা কলাগাছের মতোই মাটিতে ধপ করে পড়ে গেল...
হ্যাঁ... হ্যাঁ! জিনিসটা শেষ হয়েছে, মিঃ মেজিস!
বেচারা রেক্স! কিন্তু এ ছাড়া উপায় ছিল না...
বাবা! দ্যাখো!
কুকুরটার মৃতদেহ থেকে একটা সবুজ ধোঁয়ার মতো আকৃতি চালাঘরটা থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল...
জিনিসটা এখনও বেঁচে আছে!
এ কী...
রেক্স!
কুকুরটা যেখানে পড়ে ছিল সেখানে কাদার মতো একতাল লালচে মাংসের দলা ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না... রেক্সের শরীরের কোনও চিহ্নই দেখা গেল না সেখানে...
(ওয়াক!)
চ-চলো ঘরে ফিরে যাই! জলদি!
(কান্না)... রেক্স... (কান্না)...
ওরা ঘরে ফিরে এসে দেখল সেই বয়স্কা মহিলা ও ছোট মেয়েটি রান্নাঘরে লুকিয়ে আছে...
জিনিসটাকে কি আপনারা দেখেছেন, মিসেস মেজিস... সারা?
ওটাকে তোমরা মারতে পারোনি?
না! ওটা পালিয়েছে!
ওটাকে তুমি বন্দুক দিয়ে কখনওই মারতে পারবে না, বাবা!
কেন পারব না, কেনি?
কারণ... ওই জিনিসটা আমাদের মতো মানুষ নয়! জিনিসটা স্বচ্ছ! আমাদের সবার থেকে আলাদা! জিনিসটা রেক্সের মধ্যে ঢুকে... রেক্স হয়ে গেছিল! ওটা ভিনগ্রহের প্রাণী!
ভিনগ্রহের প্রাণী! আবার সেই আজগুবি বকা শুরু হল! কেনি... চুপ কর!

কেনি-সারার মা তাড়াতাড়ি টেলিফোনটার কাছে ছুটে গেল...
আমি পুলিশে খবর দিচ্ছি! আমরা একা এই জিনিসটার সাথে লড়াই করতে পারব না!
টেলিফোনটায় কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পাওয়া গেল না...
কোনও... সংযোগ নেই!
মহাকাশযানটা নিশ্চয়ই তারের উপর আছড়ে পড়েছিল!
কোথায় যাচ্ছ, হ্যাঙ্ক?
মনে হল এক্ষুনি জিনিসটাকে দেখলাম... এক ঝলক অবশ্য... চালাঘরটার দিকে যাচ্ছে!
চলো! আমি তোমার সাথে যাচ্ছি!
আমিও আসছি!
কেনি, জর্জ আর হ্যাঙ্ক দৌড়ে এসে চালাঘরটায় ঢুকল... হঠাৎই কেনির গলা দিয়ে একটা আর্তস্বর বেরিয়ে এল...
দ্যাখো, বাবা! ঘোড়াটাকে দ্যাখো!
ওটা... ওটা সবুজ হয়ে গেছে!
ওই জিনিসটা! ওই জিনিসটা কাবু করেছে ঘোড়াটাকে! ওটা ওর মধ্যে ঢুকে গেছে!
ঘোড়াটা সভয়ে পিছিয়ে গেল, লাগাম ছিঁড়ে চালাঘরটা থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল... জর্জ মেজ্রিস বন্দুকটা তুলে ধরল...
আমাদের দেখেছে!
ওটা বুঝতে পেরেছে যে আমরা ওকে দেখতে পাচ্ছি!
হুঁশিয়ার!
বন্দুকের শব্দে আশপাশটা কেঁপে উঠল... ঘোড়াটা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল... সবুজ রঙের ধোঁয়ার মতো একটা আকৃতি ঘোড়াটার শরীর থেকে বেরিয়ে চালাঘরটা থেকে দ্রুতবেগে বাইরে চলে গেল...
ওই যে ওটা!
বলেছিলাম না গুলিতে ওটা মরবে না! বলেছিলাম না তোমায়, বাবা!
হে ঈশ্বর! ঘোড়াটাকে দ্যাখো!
দলা পাকানো একতাল রক্তাক্ত মাংসের মণ্ড... যন্ত্রণায় থরথর করে কাঁপতে থাকা কাঁচা মাংস... ঘোড়াটার অবশিষ্ট বলতে এটুকুই পড়ে রইল সেখানে...
দেখলে কী হল, বাবা? জিনিসটা জন্তুজানোয়ারদের কব্জা করে! তাদের শরীরের মধ্যে ঢুকে তাদেরই মতো দেখতে হয়ে যায়! এমনটা হওয়ার সময় সেই জন্তু সবুজ রঙের হয়ে যায়! ব্যাপারটাতে আমাদের সুবিধেই হয়েছে, ওটাতেই জানা যাবে জিনিসটা এখন কোথায় আছে!
আপনার ছেলে যা বলছে শুনুন, মিঃ মেজ্রিস! ওর কথাগুলো কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়!
যত্তসব!
৫

ওরা সবাই ঘরের দিকে রওনা দিল... কেনি নাছোড়বান্দার মতো সমানে জর্জ মেঞ্জিসকে বোঝাতে লাগল...
বাবা, আমার কথা শোনো! অমন জন্তু দেখার জন্য একটু অপেক্ষা করো... গরু... শুয়োর... যা কিছু! ওগুলোর একটার সবুজ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো! তারপর...
এক্ষুনি ঘরে চল! তুই জানিসটা কী, হ্যাঁ? যত্তসব ছাইপাঁশ কমিক্স পড়ে মাথাটা গেছে একদম!
ঘরে ফেরার পর আচমকাই চারপাশটায় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে শুরু করল... বেশ কড়া একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল... কেনি, কেনির ছোট বোন, মা, বাবা ও হ্যাঙ্ক সবাই ভয়ে দিশেহারা হয়ে গেল...
(ঢোঁক!)
কী হল? এটা কী হল?
হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল কেন?
চোখে সব কিছু ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি!
ওই জিনিসটা! আমাদের রঙ-চোরা করে দিয়েছে!
রঙ-চোরা? কেন?
বুঝতে পারছ না, বাবা? ওটা জানে যে আমরা ওর কাবু করা প্রাণীগুলোর রঙ দেখে ওটাকে চিনতে পারব! ওই সবুজ রঙ! এবার আমরা সেটা পারব না! আমরা কোনও রঙই দেখতে পাচ্ছি না! সবকিছু কেমন ধুসর হয়ে গেছে!
কেনি ঠিকই বলছে, মিঃ মেঞ্জিস!
এবার আমরা কী করব, কেনি?
জানি না, বাবা! এমনকী এটাও জানি না জিনিসটা এখন কোথায়! যেটা আমরা জানি সেটা হল...
ও-ওটা এখানেও থাকতে পারে... আমাদের মধ্যে একজন...!
এসব তুই কী বলছিস?
কেনি! চুপ কর! সারা ভয় পাচ্ছে!
কিচ্ছু করার নেই, মা! জিনিসটা আমাদের বসি হতে পারে! তুমি... বাবা... হ্যাঙ্ক... সারা... এমনকী আমিও হতে পারি!
মা! মা!
চুপ কর, সারা! জর্জ! কেনিকে চুপ করতে বলো!
জিনিসটা আমাদের কাছ থেকে কী চায়, কেনি? এখানে কেন এসেছে ওটা?
জানি না, হ্যাঙ্ক! হয়তো পৃথিবী শাসন করতে এসেছে! হয়তো ভুল করে পৃথিবীতে এসে পড়েছে! হয়তো এখানে নামতে চায়নি! ঠিক জানি না! কিন্তু যা'ই হোক... জিনিসটাকে আমাদের খুঁজে বের করে শেষ করে ফেলতে হবে!

সময় কাটতে লাগল, জিনিসটাকে কিন্তু আর দেখা গেল না... ঘরের ভেতরের সবাই একে অপরের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল... সবাই-ই সবার ধূসর মুখগুলোতে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ দেখতে পেল...
কেনি! কোথায় যাচ্ছিস তুই?
বাইরে যাচ্ছি, মা! জিনিসটাকে খুঁজতে যাচ্ছি!
কিন্তু, কীভাবে? কীভাবে?
কেনি কোনও উত্তর দিল না, বাইরে বেরিয়ে গেল... বাকিরা সবাই এই বিষণ্ণ গোধূলির মতো আলোতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল...
কেনি যা বলছে তা কি সত্যি, মা? হ্যাঁ? ওই জিনিসটা আমাদের মধ্যে একজন হতে পারে? মা?
মনে হয়... ছেলেটার মাথাটা একদম গেছে!
তাই কি, মিঃ মেঞ্জিস? হয়তো ও ঠিকই বলছে! হয়তো আপনারই ব্যাপারটা মেনে নিতে সমস্যা হচ্ছে!
কেনি কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল, কিন্তু বসল না... রান্নাঘরটা পেরিয়ে ঘরটার আরেকদিকে হাঁটা লাগাল...
আবার কোথায় যাচ্ছিস?
ভাঁড়ারঘরে!
কিছুক্ষণ পরে ওর ডাক শোনা গেল...
সারা! বোনটি আমার! একটু নীচে আয় তো! একটা জিনিস দেখে যা!
যাব, মা?
যা, সারাহ্! যা, মা!
ছোট মেয়েটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল... একটুক্ষণ সব চুপচাপ... তারপর...
ইইইইইইইইই...
কী হল...
মিসেস মেঞ্জিস, জর্জ মেঞ্জিস আর হ্যাঙ্ক, তিনজনই বিদ্যুৎ বেগে ভাঁড়ারঘরের দিকে ছুটে গেল... দেখতে পেল কেনির ডার্করুম থেকে সারার আর্তনাদ ভেসে আসছে...
কেনি! কী করেছিস তুই ওর সাথে?
ভেতরে যেয়ো না, মা! ওখানে আগুন জ্বলছে! জিনিসটা ভেতরে ঢোকার পর আমি সারা ঘরটায় পেট্রোল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিই! আগুনের তাপে জিনিসটা শেষ হয়ে যাবে!
আগুন জ্বালিয়েছিস? কে আছে ভেতরে? সারা?
সারাই ওই জিনিসটা, মা! বাইরে গিয়ে আমি লুকিয়ে তোমাদের সবার ছবি তুলি, ক্যামেরায় রেড-ফিল্টার লাগিয়ে! রেড-ফিল্টার লাগিয়ে ছবি তুললে সবুজ যে কোনও কিছুর রঙ কালো দেখায়! এবার এটা দ্যাখো! সবার চামড়ার রঙ ছাই রঙয়ের এসেছে... কিন্তু সারার...
কালো!
Joe Orlando

ডাইনি বুড়ির হাঁড়ি

চিত্রনাট্য— অ্যাল ফেল্ডস্টাইন ও বিল গেইন্‌স
ছবি— গ্রাহাম ইঙ্গেল্‌স

যখন ওকে আমি বললাম কোথায় যেতে চাই, ও আমাকে কোনওমতেই নিয়ে যেতে চাইল না! 'বরফের রাক্ষস' না কীসব ছাইপাঁশ বকতে শুরু করল!
কী? রাক্ষস... বরফের? ও এটাই বলেছে, ঠিক বলছ তো?
একদম ঠিক বলছি! তোমার মতোই ওর কথাগুলোও খুব ভাল করেই বুঝেছি! তুমি ওর সাথে একবার কথা বলে দেখতে পারো, ডসন! ওগুলো যে আমাদের কতটা প্রয়োজন সেটা তুমি খুব ভাল করেই জানো!
দেখি চেষ্টা করে, কতদূর কী করতে পারি!
বেঢপ ভারী পশমের কোট চাপিয়ে উষ্ণ ঘরটার মায়া ত্যাগ করে জেরাল্ড ডসন উত্তরমেরুর বরফ জমা কনকনে ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে বেরিয়ে পড়ল! প্রবল হাওয়ার মুখে প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে কাছের একটা ইগলুর দিকে এগিয়ে গেল...
লোমো? তুমি কি ভেতরে আছো?
হ্যাঁ, ডসন সায়েব! আমি ভেতরেই আছি! আসুন...
ডসন আরামদায়ক ইগলুটার মধ্যে ঢুকল! ইগলুর বরফের মেঝের উপর ছোট করে এক জায়গায় আগুন জ্বালানো রয়েছে...
মিস্টার ক্যাম্পবেলকে নিয়ে যেতে মানা করলে কেন?
যাব না! কখনওই যাব না ওখানে!
এসব হচ্ছেটা কী? কীসের এত ভয় তোমার?
রাক্ষস... ওই বরফে...! একবার বেরিয়ে এসেছিল! অনেককে মেরেছে! যারা ওটাকে দেখে বেঁচে ফিরতে পেরেছে... তারা সবাই পাগল হয়ে গেছে! ভয়ানক!
ডসন শিবিরে ফিরে এল...
তো? কোনও সুরাহা হল?
হতভাগাটা বেকার ভয় পেয়ে বসে আছে! ওখানে বরফের মধ্যে নাকি একটা জিনিস জমে আছে... বলে নাকি একটা রাক্ষস!
জায়গাটায় একবার গিয়ে দেখলে কেমন হয়, ডসন? হয়তো তাতে এই গাঁইয়া এস্কিমোগুলোর মাথা থেকে কুসংস্কারের ভূতটা নামানো যাবে!
জানতাম তুমি এমনটাই বলবে, ক্যাম্পবেল! আমি লোমোকে একটা স্লেজগাড়ির বন্দোবস্ত করতে বলে এসেছি! চলো! এখনই রওনা দিলে অন্ধকার নামার আগেই ওখান থেকে ফিরে আসতে পারব বলে মনে হয়!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দুই ভূতত্ত্ববিদকে উত্তরমেরুর ধূধূ বরফের 'মরুভূমির' মধ্যে এগিয়ে যেতে দেখা গেল...
আর কতদূর, ডসন?
লোমোর কথানুযায়ী জায়গাটা এখানেই আশেপাশেই কোথাও হওয়ার কথা! চোখ খোলা রাখো! হেঁইয়ো!
হঠাৎই স্লেজগাড়ি টানা কুকুরগুলো চলা বন্ধ করে দিল, ওদের আর এক পা'ও নড়ানো গেল না! ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল, ঘাড়ের লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠল! দাঁত খিঁচোতে লাগল, গলার মধ্যে থেকে একরকম গরগর গজরানির আওয়াজ শোনা গেল...
দোআঁশলা কুকুরগুলোর হলটা কী?
বুঝতে পারছি না, ক্যাম্পবেল! ওরা একদমই নড়ছে না! যার জন্যই ওরা এমনটা করছে না কেন, মনে হচ্ছে সেটা ওখানে রয়েছে! চলো বাকি পথটা পায়ে হেঁটে যাই!
হার্বার্ট ক্যাম্পবেল মসৃণ বরফের উপর দিয়ে তার সঙ্গীর পেছন পেছন এগোতে লাগল, হঠাৎই জেরাল্ড ডসন একটা জায়গায় গিয়ে থমকে গেল! পায়ের নীচের বরফের মধ্যে দু'চোখ বড় করে কী যেন দেখতে লাগল...
ক্যাম্পবেল! এদিকে এসো! জলদি!
কী হয়েছে, জেরাল্ড? কী আছে ওখানে?
দ্যাখো! ওই যে ওখানে!
হে ঈশ্বর! বরফের মধ্যে কী একটা জিনিস যেন দেখতে পাচ্ছি!
দু'জনেই বরফের মধ্যে জমা ঝাপসা আকৃতিটার দিকে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল...
দেখে মনে হচ্ছে একটা মানুষ! যদিও আকারে মানুষের থেকে অনেকটাই বড়! মুখটাও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না!
আমি এক্ষুনি আসছি! একটা গাঁইতি নিয়ে আসি!
কিছুক্ষণ পরে ডসন একটা গাঁইতি নিয়ে এসে দেহটার চারপাশ থেকে শুরু করে এক বিশাল চাঁই কাটতে শুরু করে দিল...
এ তুমি কী করছ, জেরাল্ড?
কেন, 'রাক্ষসটাকে' বরফ খুঁড়ে বের করছি সাথে করে শিবিরে নিয়ে যাওয়ার জন্য! এ তো কোনও হতভাগ্য অভিযাত্রীও হতে পারে, হয়তো বরফের তলায় চাপা পড়ে জমে গেছে!
দু'জনে মিলে বেশ তাড়াহুড়ো করে এক বিশাল বরফের চাঁই কেটে ফেলল... যে চাঁইয়ের মধ্যে এস্কিমোদের তথাকথিত 'বরফ-রাক্ষস' রয়েছে, বরফের চাঁইটা ওরা স্লেজগাড়ির উপর চাপিয়ে শিবিরের দিকে রওনা দিল...
শান্ত হ, শান্ত হ তোরা! চুপ! চুপ কর বলছি!
কুকুরগুলো কোনও একটা কারণে খুব ভয় পেয়ে আছে! কীরকম করছে দ্যাখো! এর আগে ওরা কোনও মৃতদেহ দেখেনি মনে হয়!

বেশ কিছুক্ষণ পরে দুই ভূতত্ত্ববিদ তাদের আবিষ্কারটিকে সাথে করে শিবিরে ফিরল...
এই নাও, লোমো! আমরা জিনিসটাকে নিয়ে এসেছি!
কী... কী নিয়ে এসেছেন আপনারা?
ভাল করে দ্যাখো, লোমো! তোমার সেই বরফ-রাক্ষস! এক হতভাগ্য শয়তানের বরফজমা দেহাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নয় এটা!
না! এ সত্যি নয়! রাক্ষস মানুষ হয় না! রাক্ষস ভয়ংকর হয়! যারাই এটাকে দেখেছে তারাই আতঙ্কের চোটে পাগল হয়ে গেছে!
বেশ, তুমি তো এখন ওটাকে দেখছ! তাহলে তুমি পাগল হয়ে যাচ্ছ না কেন?
ওটার মুখ দেখতে পাচ্ছি না তো! ঝাপসা একটা আকার দেখছি শুধু! বিশাল বড় একটা মানুষের! ওটার মুখ দেখলেই মানুষ পাগল হয়ে যায়! আমার বাপঠাকুর্দারা বলত...
ঠাকুর্দার ঝুলি, বাঃ! বরফের চাঁইটাকে ভেতরে নিয়ে যাবে চলো! বরফ থেকে মৃতদেহটাকে বের করার বন্দোবস্ত করতে হবে!
না! না! আমার খুব ভয় করছে! ওই রাক্ষসটাকে দেখতে চাই না!
বাচ্চাদের মতো ঘ্যান-ঘ্যান কোরো না তো, লোমো!
যদি ওটা কখনও ভয়ংকর রাক্ষস থেকেও থাকে, জিনিসটা এখন তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না! ওটা মারা গেছে! আর মৃতরা কখনওই জ্যান্তের ক্ষতি করতে পারে না!
রাক্ষস মারা যায় না! বরফ ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে! বরফ থেকে বের করলেই ওকে আর রোখা যাবে না!
শোনো, লোমো! ফালতু বকবকানিগুলো এবার থামাও তো! এক্ষুনি বরফ কাটা শুরু করে দাও, আমি আর জেরাল্ড গিয়ে একটু গা গরম করে আসছি! বুঝেছ? আর যদি তা না করো... তাহলে দিব্যি করে বলছি, খাবারদাবার ছাড়াই তোমাকে শিবির থেকে সোজা লাথি মেরে বের করে দেব!
আ-আজ্ঞে, ক্যাম্প-বেল সায়েব! আমি বরফ কাটছি!
আমি পাশের ঘরেই আছি! বরফ কাটার আওয়াজ যেন আমি শুনতে পাই, কী বলেছি মাথায় ঢুকেছে?
চলো, হারবার্ট! বেচারাকে এবার ছেড়ে দাও! ও বরফ কেটে দেবে'খন!
৪

ডসন ও ক্যাম্পবেল পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসল! স্টোভের আগুনে হাত-পা এলিয়ে বসে গা গরম করতে লাগল, এদিকে পাশের ঘর থেকে ক্রমাগত লোমোর বরফ কাটার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল...
একটা কথা কী জানো, হার্ব! অসভ্য জাতির এই কুসংস্কারের ব্যাপারটা কিন্তু অতটাও আজগুবি কিছু নয়, মাঝেসাঝে দুয়েকটা সত্যি ব্যাপারও বেরিয়ে যায়!
ধুর! কী যা-তা বকছ! তুমি খুব ভাল করেই জানো বরফের মধ্যে জমা ওই জিনিসটা কোনও রাক্ষস-টাক্ষস নয়!
হঠাৎই জেরাল্ড ডসনের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল...
হার্ব! তুমি মেরি শেলির 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' পড়েছ?
না! কিন্তু সিনেমাটা দেখেছি...
না! আমি হলিউডের সিনেমাটার কথা বলছি না! সিনেমাটায় বইটার কিছুই দেখায়নি! শেলির লেখা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন তাঁর নিজেরই সৃষ্টি দানবকে ধাওয়া করে উত্তরমেরু আসেন... যেটাকে তিনি মৃত মানুষ ও জীবন্ত পশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে বানান! দানবটাকে উনি মারতে পারেননি! জিনিসটাকে শেষে বরফের মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়!
আচ্ছা? তাতে হয়েছেটা কী?
উনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রথম ফ্রাঙ্কেনস্টাইন প্রকাশিত হয়, তখন একটা গুজব ছড়িয়েছিল যে গল্পটা নাকি সত্যি ঘটনার উপর নির্ভর করে লেখা!
সত্যি ঘটনা? তুমি বলতে চাইছ...
পাশের ঘরের ওই জিনিসটা যদি সত্যিকারের সেই ফ্রাঙ্কেনস্টাইন দানব হয়!
বোকার মতো কথা বোলো না তো! তোমার কথাগুলো একদম লোমোর মতো শোনাচ্ছে! আরে... আচ্ছা কাণ্ড তো! ব্যাটা বরফ কাটা বন্ধ করে দিয়েছে!
হঠাৎই ঘরটা এক ভয়ংকর রক্তজল করা আর্তনাদে ভরে গেল...
ইইইইইইইইইইইইইআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁ!
লোমো!
সর্বনাশ! জলদি চলো!
দুই ভূতত্ত্ববিদ পাশের ঘরের দরজাটা প্রচণ্ড জোরে ঠেলে ঢোকার সময় ঘরটার কাচের জানলা ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনতে পেল...
দ্যাখো! বরফের রাক্ষসটা! ওটা নেই! জিনিসটা জানলা ভেঙে পালিয়েছে! জিনিসটা জ্যান্ত!
লোমো! লোমোকে দ্যাখো! ওর মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে! কীসব জানি বিড়বিড় করছে! ও... ও পাগল হয়ে গেছে!
হিঁ... হিঁ... হিঁ... হিঁ... হিঁ... হেঁ... হেঁ... আঁ... আঁ... ওঁক... ওঁক... ওঁক...

ওটা নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের সেই দানব! এবার আমরা কী করব?
ওটাকে একেবারে শেষ করে ফেলতে হবে!
কিন্তু কীভাবে? শেলির উপন্যাসে তো লেখাই আছে বন্দুকের গুলিতে ওটার কিস্যু হয় না! ওটা তো কোনও জ্যান্ত মানুষ নয়!
ওটাকে আবার বরফে জমিয়ে ফেলতে হবে! মনে হয় আমি একটা উপায় জানি!
কিছুক্ষণ পরে বাইরে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে...
খুঁড়তে থাকো! বরফের নীচের জল পর্যন্ত পৌঁছতে হবে!
তোমার মতলবটা কী বলো তো, ডসন?
এখন হোক বা পরে, ওই দানবটা আমাদের উপর হামলা করবেই! সেসময় আমাদের একজনকে জীবনের বাজি রাখতে হবে!
তার মানে যে গর্তটা খুঁড়েছি সেটার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে?
একদম তা'ই! তারপর... ওটা হামলা করার সময় জলের মধ্যে পড়ে যাবে!
মতলবটা যেন কাজে দেয়, জেরাল্ড!
বেসামালের মতো থপথপ করে দানবটাকে বরফের উপর দিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, দুই ভূতত্ত্ববিদ গর্তটার পাশের মূর্তিমানের মতো দাঁড়িয়ে রইল...
খুব তাড়াতাড়িই গর্তটায় জল ভর্তি হয়ে গেল, তারপর...
শোনো! শুনতে পেলে?
ওটা আসছে! মনে রাখবে, ওটার দিকে কিন্তু তাকানো চলবে না! লোমোর কী পরিণতি হয়েছে দেখেছ তো!
ওটা সোজা আমাদের দিকেই আসছে! ওটা... ওরে বাপ রে! আঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁ!
ওর দিকে তাকিয়ো না, হার্ব! তাকিয়ো না! মুখ ঘোরাও!
৬

হার্বার্ট ক্যাম্পবেল গর্তটার পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়ল... আতঙ্কের চোটে প্রলাপ বকতে লাগল! দানবটা ওর দিকে এগিয়ে এল...
হার্ব! ওঠো! উঠে দাঁড়াও!
তারপর ভয়ংকর এক আর্তনাদ তুলে বীভৎস জিনিসটা দুই ভূতত্ত্ববিদের খোঁড়া গর্তটার মধ্যে পড়ে গেল...
হার্ব! জিনিসটাকে আমরা ফাঁদে ফেলেছি! জিনিসটাকে আমরা... দ্যাখো, হার্ব!
ডুবে যেতে যেতে দানবটার হঠাৎই একটা হাত উঠে এসে ক্যাম্পবেলের পা জড়িয়ে ধরল...
ইইইইইইইক!
হার্ব! হাতটা দাও! তোমাকে টেনে তুলছি!
জেরাল্ড ডসন হার্বার্ট ক্যাম্পবেলকে গর্তটা থেকে টেনে তোলার জন্য এগিয়ে যেতেই বীভৎস দানবটার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল, এদিকে ক্যাম্পবেলও বাঁচার জন্য মরিয়া হয়ে ডসনকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল...
হে ঈশ্বর! কী ভয়ানক!
একটু একটু করে দানবটা গর্তটা থেকে হ্যাঁচোড়প্যাঁচোড় করে উঠতে চাওয়া ক্যাম্পবেলকে হিমশীতল জলের মধ্যে টানতে লাগল... এদিকে দানবের বীভৎস মুখ দেখে প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়া ডসনও ধীরে ধীরে জলের মধ্যে তলাতে শুরু করল...
আঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁআঁ!
হিঁ- হিঁ- হিঁ! হ্যাঁ! ওদের তিনজনই জলে তলিয়ে যায়! আর সে-জল জমতে খুব বেশি সময়ও লাগেনি! কিন্তু দাঁড়াও! গল্পের এখনও একটুখানি বাকি আছে! বছরখানেক পরে আমেরিকার বিমান-বাহিনী ওই জায়গাটারই কাছে একটা ঘাঁটি বানানোর পরিকল্পনা করে...
একদিন...
ওদিকে দেখুন, মেজর! দেখতে পাচ্ছেন? মনে হচ্ছে মৃতদেহ... বরফে জমে গেছে!
হুম! আপনার লোকেদের ডাকুন, সার্জেন্ট! বরফ খুঁড়ে ব্যাপারটা কী দেখতে হবে!
হিঁ-হিঁ-হিঁ! হ্যাঁ গো, আমি আবার এসে গেছি! এখানেই আমার এই ছোট্ট গল্পটা ফুরোল, নটে গাছটি মুড়োল! আরও বেশি বললে তোমরা হয়তো ভয়ের চোটে অজ্ঞানই হয়ে যাবে! কী বললে? হবে না? হা-হা-হা! যাই, আমি রান্না চড়াই গিয়ে তাহলে! হয়ে গেলেই ফিরছি আরেকটা নিয়ে...

কে ওখানে?

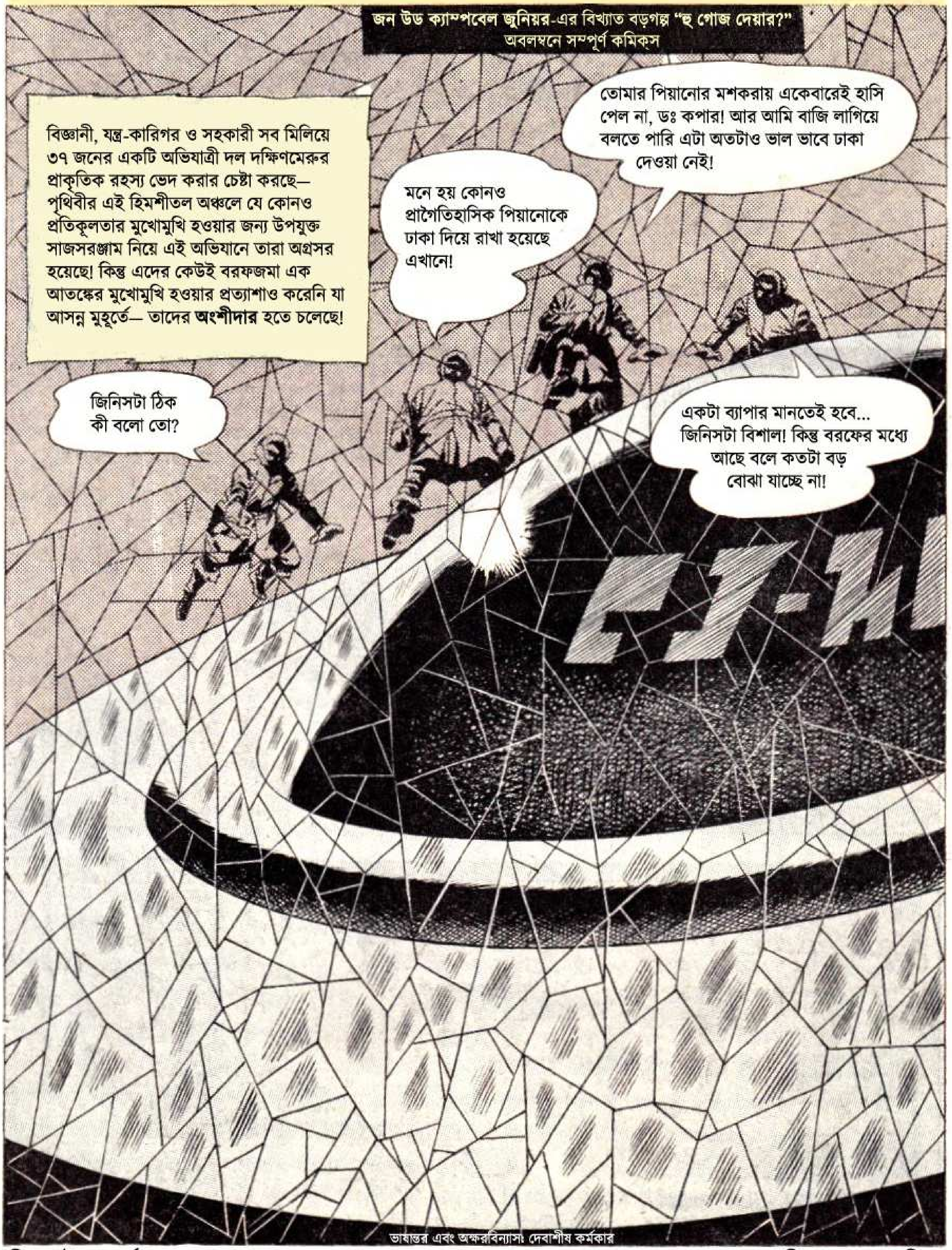

চিত্রনাট্যঃ আর্নল্ড ড্রেক

ছবিঃ জ্যাক অ্যাবিল

বাষ্পচালিত বিশালাকার হাতুড়ি-সংযুক্ত ট্রাক্টর পাঠানোর জন্য ম্যাকরেডি মূল-শিবিরে বেতারে খবর পাঠাল...
দুম-দাম!
দুম দাম!
দুম-দাম!
ট্রাক্টরের কাজ শেষ হলে ওরা শাবল-গাঁইতি দিয়ে বরফের ঢেলাগুলো সরাতে শুরু করল...
কী একটা জিনিস যেন ঝকমক করছে! জিনিসটা **ধাতুর!** ক-কিন্তু এ কী করে হয়? জিনিসটা নিশ্চয়ই এই বরফের নীচে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রয়েছে!
বরফের নীচে চাপা থাকা রহস্যময় জিনিসটার একটা অংশ বেরিয়ে আসাতে দলের সবার গলা থেকে নানারকম অস্ফুট বিস্ময়ের শব্দ বেরিয়ে এল...
এ তো একটা মহাকাশযান! ধাতুটা যদিও খুবই অদ্ভুত ধরনের!
মঙ্গলগ্রহের রূপকথার 'উড়ন্ত চাকি'!
কিন্তু এখন আর সেগুলোকে রূপকথা বলা যাবে না!
জিনিসটার ভেতরে আমাদের ঢুকতে হবে! প্রথমে জমা বরফ থেকে জিনিসটাকে ছাড়াতে হবে! ডিনামাইট ব্যবহার করলে বড্ড বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে— এ এক অমূল্য খোঁজ! থার্মাইট!*
ঠিক! থার্মাইটে জমা বরফগুলো গলে যাবে!
*অ্যালুমিনিয়াম ও লৌহ-অক্সাইডের মিহি গুঁড়োর সংমিশ্রণ যা প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করে, ধাতু ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়।
তুলনামূলক ভাবে থার্মাইটের বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা অনেকটাই কম। জায়গাটায় চারপাশে উত্তাপ সৃষ্টি করে জমা বরফগুলো গলিয়ে ফেলার পরিকল্পনায় দলটা অগ্রসর হল...
বুম!

তারপর হঠাৎই মহাকাশযানটি যেন সাদা উত্তপ্ত এক গোলায় পরিণত হল...
ইঁইঁইঁক! এ-এটা কী হল?
অদ্ভুত ধাতুটা তাপ সহ্য করতে পারছে না! বারবার ঘর্ষণে যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তার থেকে অনেক বেশি উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে!
চোখ ধাঁধানো বিস্ফোরণ শেষ হওয়ার আগে এক মুহূর্তের জন্য যানটির ভেতরের সব রহস্য উন্মোচিত হল...
ওদের দেখেছি! ওদের দেখেছি!
আমিও দেখেছি! কিন্তু এবার আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না! আমি... কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না!
জল! উষ্ণ জল ছাড়া আর কিছুই নেই!
ব্লেয়ারের চোখের কী অবস্থা?
তোমার আমার মতোই একই অবস্থা! কিছুক্ষণের জন্য মনে হয় আমাদের সবারই চোখে ঝাপসা আর দু'টো দু'টো করে জিনিস দেখতে হবে!
দলটা সারি বেঁধে হোঁচট খেতে খেতে ট্রাক্টরটার দিকে এগোতে শুরু করল...
চলতে থাকো! আর বেশি দূর নয়! এই! ওদিকে ভাল করে দ্যাখো! সদ্য কাটা বরফের দেওয়ালটা দেখতে পাচ্ছ? ওটাও কি বিস্ফোরণের চোটে হয়েছে!

তারপর, ঝাপসা দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে ওরা দেখতে পেল— জিনিসটাকে...
এটা তো একটা প্-প্রাণী! একসময় বেঁচে ছিল! ওই য্-যানটার মধ্যে ছিল!
এবার আর থার্মাইট নয়! অলৌকিক ঘটনা জীবনে একবারই ঘটে, দু'বার নয়!
দলটির সহঅধিনেতা ম্যাকরেডি সজোরে হাতের গাঁইতিটা দিয়ে দেওয়ালটায় আঘাত হানল...
এ কী...?! বিস্ফোরণের চোটে এখানকার বরফ তো আলগা হয়ে গেছে দেখছি!
এহেঁহেঁহেঁ! জিনিসটার খুলি ভেদ করে গেছে গাঁইতিটা! যদি ওটা খুলিই হয়ে থাকে তো!
বরফ কাটার জন্য ওরা ট্রাক্টর থেকে ক'টা বৈদ্যুতিক করাত নিয়ে এল, দলের মধ্যে যার চোখের সবথেকে খারাপ অবস্থা সেই ব্লেয়ার কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে দলের বাকিদের বরফ কাটা দেখতে লাগল...
স্-স্-সারা গা জুড়ে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিচ্ছে! কিন্তু সেটা ঠাণ্ডার জন্য নয়— এমনকী এই করাতের জন্যও নয়!
কড়ড়ড়ড়ড়!
ঘ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁঅ্যাঁ!
উন্মত্তের মতো করাত চালিয়ে আধ-অন্ধ লোকগুলো ৪০ মিনিট পর তাদের কাজ শেষ করল...
হুঁ, তালপাতার ঢাল-তরোয়াল নিয়ে আমরা হাওয়া, বরফ আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাপজোক করার যুদ্ধ করতে এসেছি...
...আর তা করতে এসে আমরা কী খুঁজে পেলাম?— না, আমাদের থেকে হাজারগুণ উন্নত একটা জিনিস যেটার বয়স প্রায় কোটিখানেক বছর হবে!
তারজন্য কি সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রার্থনা করব— নাকি পালিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাব?

ফেরার পথে ট্রাক্টরটার পেছনে চাদর ঢাকা জিনিসটার উপর ব্লেয়ার ধকলের চোটে কোনওরকম চিন্তাভাবনা না করেই শুয়ে পড়ল...
শুধু একটুখানি চোখ বুজব... শুধু... একটুখানি... চোখ... বুজব...
ebongcomics.blogspot.com
একটুখানিই চোখ বুজল ও, কারণ হঠাৎই...
ইইইই আআআআ!
কী হয়েছে, ব্লেয়ার?
উফ, ভয়ংকর এক স্বপ্ন দেখলাম! জিনিসটা জ্যান্ত হয়ে গেছে— আমাকে আদেশ দিচ্ছে! আর আমি আজ্ঞাবহ দাসের মতো ওটার হুকুম মানছি! উফ, স্বপ্নটা কী বাস্তব ছিল!
তো আপনি এটার ব্যাপারে কী বলবেন, বিজ্ঞানীমশাই?! ব্যাপারটা সাদামাটা এক সহঅধিনেতা মিলিটারি মাথায় ঢুকছে না, একটু বিশদে বুঝিয়ে বলবেন?!
জিনিসটা জ্যান্ত হতে পারে কিনা? বেশ, এখানে এমন অনেক জীবাণু আছে যাদের ক্ষেত্রে এমনটা হয় বৈকি— ঠাণ্ডায় জলদি জমে বরফ হয়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে সেই বরফ গলে কয়েকমাস পরে আবার বেঁচে ওঠে!
হতেই পারে না! এই জিনিসটা কোনও জীবাণু নয়— ভয়ংকর রকমের জটিল এক জীব ওটা!
হুম! হয়তো!

দলনেতা গ্যারি বিকেল ৫টার সময় দলের সবাইকে এক জরুরি বৈঠকে ডাকল...
ebongcomics.blogspot.com
৩৫-৩৬-৩৭! সবাই এসেছে, কমান্ডার!
ধন্যবাদ, ভ্যান ওয়াল! ঠিক আছে— ভোটাভুটি শুরু করার আগে কারোর কোনও প্রশ্ন থাকলে করে ফেলতে পারো!
ঠিক আছে! ব্লেয়ার বলছে বরফ গলিয়ে ফেলে জিনিসটাকে এক্ষুনি পরীক্ষা করা হোক! কিন্তু নরিস বলছে জিনিসটার মধ্যে কোনও মারণ রোগের জীবাণুও থাকতে পারে— যেমন মহাকাশ-মহামারী! আর ওরা দু'জনেই তো নোবেল পুরস্কার পেয়েছে!
প্রতিবারের মতোই আমাদের রাঁধুনি বন্ধু কিনার এবারও একটা ভাল প্রশ্ন করেছে! কিন্তু আমি আমার চিকিৎসাবিদ্যার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে ওই জিনিসটার থেকে আসা কোনও জীবাণুই মানুষের শরীরে বাঁচতে পারবে না!
ভাইরাসের ব্যাপারে কী বলবে? তোতাপাখি থেকে যেখানে আমাদের জ্বর হতে পারে...
...মানুষের কাশি থেকে বিড়ালের নিউমোনিয়া হতে পারে! মঙ্গলগ্রহের কোনও জীবাণু হয়তো বাঁচতে না পারে— কিন্তু হতে পারে এই জীবাণুটা হয়তো সার্বজনীন, বহুমুখী, খুনে ভাইরাস!
সর্বনাশ!
অ্যাঁ, কী বলছ!
এমনটাও হতে পারে?!
যত্তসব!

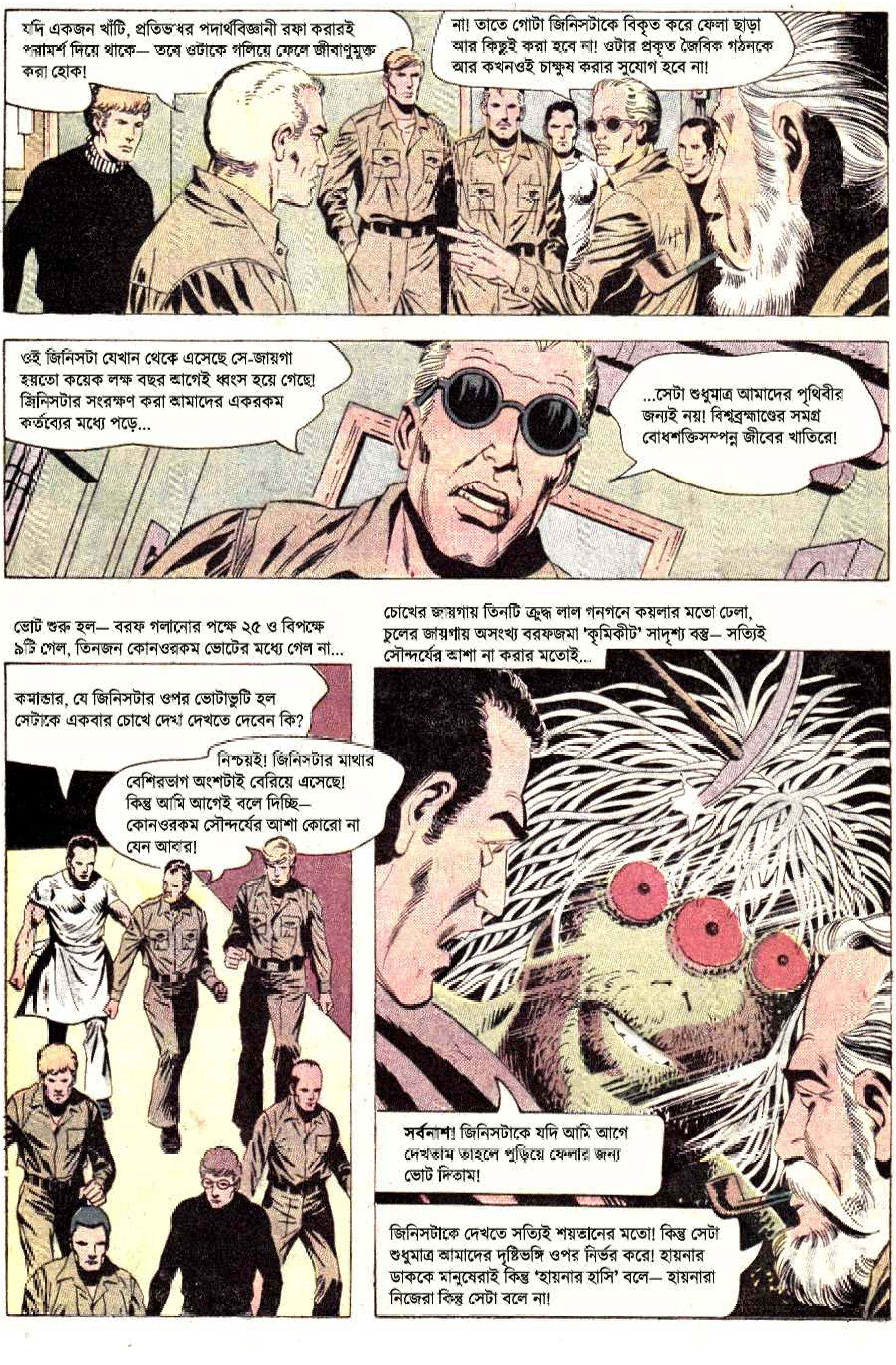
যদি একজন খাঁটি, প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানী রফা করারই পরামর্শ দিয়ে থাকে— তবে ওটাকে গলিয়ে ফেলে জীবাণুমুক্ত করা হোক!
না! তাতে গোটা জিনিসটাকে বিকৃত করে ফেলা ছাড়া আর কিছুই করা হবে না! ওটার প্রকৃত জৈবিক গঠনকে আর কখনওই চাক্ষুষ করার সুযোগ হবে না!
ওই জিনিসটা যেখান থেকে এসেছে সে-জায়গা হয়তো কয়েক লক্ষ বছর আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে! জিনিসটার সংরক্ষণ করা আমাদের একরকম কর্তব্যের মধ্যে পড়ে...
...সেটা শুধুমাত্র আমাদের পৃথিবীর জন্যই নয়! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র বোধশক্তিসম্পন্ন জীবের খাতিরে!
ভোট শুরু হল— বরফ গলানোর পক্ষে ২৫ ও বিপক্ষে ৯টি গেল, তিনজন কোনওরকম ভোটের মধ্যে গেল না...
কমান্ডার, যে জিনিসটার ওপর ভোটাভুটি হল সেটাকে একবার চোখে দেখা দেখতে দেবেন কি?
নিশ্চয়ই! জিনিসটার মাথার বেশিরভাগ অংশটাই বেরিয়ে এসেছে! কিন্তু আমি আগেই বলে দিচ্ছি— কোনওরকম সৌন্দর্যের আশা কোরো না যেন আবার!
চোখের জায়গায় তিনটি ক্রুদ্ধ লাল গনগনে কয়লার মতো ঢেলা, চুলের জায়গায় অসংখ্য বরফজমা ‘কৃমিকীট’ সাদৃশ্য বস্তু— সত্যিই সৌন্দর্যের আশা না করার মতোই...
সর্বনাশ! জিনিসটাকে যদি আমি আগে দেখতাম তাহলে পুড়িয়ে ফেলার জন্য ভোট দিতাম!
জিনিসটাকে দেখতে সত্যিই শয়তানের মতো! কিন্তু সেটা শুধুমাত্র আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ওপর নির্ভর করে! হায়নার ডাককে মানুষেরাই কিন্তু ‘হায়নার হাসি’ বলে— হায়নারা নিজেরা কিন্তু সেটা বলে না!

*আয়নিত কণা শনাক্ত ও গণনার সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করার একটি যন্ত্র

**কসমিক রে— মহাজগাতিক রশ্মি

তারপরেই...
এই! সবাই ওঠো! সবাই ওঠো! জিনিসটা... ওটা পালিয়েছে!
আ-আমার একটু চোখ লেগে গিয়েছিল আর... উঠে দেখি ওটা নেই!
চমৎকার! জিনিসটা তাহলে... জ্যান্ত!
জিনিসটা কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনি! কুকুরগুলো ওটাকে কোণঠাসা করেছে!
গ্যারি তার .৪৫ কোল্ট রিভলবারটা বের করে কুকুরগুলোর দিকে ছুটল...
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!
ইইইইইইক! ন্-নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না! জিনিসটাকে দ্যাখো একবার!
গর্‌র্‌র্‌র্‌র্‌র্‌!
গর্‌র্‌র্‌র্‌র!
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!
...ওটা কুকুরটার মতো হয়ে যাচ্ছে! অন্য কুকুরগুলো জিনিসটাকে পালাতে দেখে ডাকতে শুরু করেছিল! নিজেকে বাঁচাতে... জিনিসটা চার্নকের মধ্যে মিশে ওর মতো আকার নিতে শুরু করেছে!
চার্নক! দ্যাখো, দলের সবথেকে তেজীয়ান কুকুরটার অবস্থা দ্যাখো! জিনিসটা ওকে... গিলে ফেলছে! শুধু গিলছেই না...

না! যদি ওটা খুলিতে গাঁইতি খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে— তাহলে গুলিতেও কোনও কাজ দেবে না!
দুম! দুম! দুম!
ম্যাকরেডি, কিনারের মারাত্মক বৈদ্যুতিক 'হারপুন'-টা নিয়ে এসো! মাছ মারা বাদে ওটা অন্য কোনও কাজে দেয় কিনা দেখা যাক!
বৈদ্যুতিক তার সংযুক্ত মেঝে মোছার হাতল লাগানো ন্যাতার মতো দেখতে একটি জিনিসই হল তাদের **চোরা হাতিয়ার**...
ঠিক আছে, ভ্যান ওয়াল— সুইচটা চালু করে দাও!
জজজজজজ!
সবকিছু একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল, শুধুমাত্র ডঃ কপারের এক অস্বাভাবিক আর্তনাদ ছাড়া...
ছুঁয়ো না! এ-একটা ভয়ংকর চিন্তা মাথায় এসেছে আমার! বেলচা নিয়ে এসে ওগুলোকে একটা প্ল্যাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ঢোকাও!
ওদের আনন্দোৎসব করার মতো ফুরসৎ ছিল না...
দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমার ধারণাই সঠিক ছিল! ওই 'জিনিসটার' ওজন অবিকল চার্নকের ওজনের সমান— **৮৫ পাউন্ড!**
কিন্তু ওটার ওজন তো ৪০০ পাউন্ডেরও বেশি হওয়ার কথা! কোথায় রেখেছ ওটাকে?
জিনিসটার রূপধারণ করা প্রাণীর থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলার ক্ষমতা আছে! এক প্রাণী থেকে আলাদা হয়ে আবার আর একটার রূপধারণ করে ওটা! জিনিসটা এখন নিজেকে... আলাদা করে ফেলেছে!
ebongcomics.blogspot.com

প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ তিনজনেরও সেই একই চিন্তা মাথায় খেলে গেল...
জিনিসটা **যে কোনও জন্তুর রূপ** ধরতে পারে— এমনকী একটা **মানুষ-জন্তুরও!**
হ্যাঁ! বিশেষ করে সেই মানুষ যে বলছে জিনিসটা যখন জ্যান্ত হয় তখন তার নাকি একটু চোখ লেগে গিয়েছিল!
তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! তোমরা সকলেই আমাকে খুব ভাল করেই চেনো!
পুরো নাম কোনান্ট, ওয়ারেন পি.! স্ত্রী'র নাম রুথ! সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ১২৫-২২-৪২৩৭!
একটা এলিয়েনের পক্ষে কি এসব জানা সম্ভব?
অবশ্যই সম্ভব— যদি সে এলিয়েনের মস্তিষ্ক কব্জা করার ক্ষমতা থেকে থাকে তো! ট্রাক্টরে ফেরার সময় আমি যে স্বপ্নটা দেখেছিলাম সেটা স্বপ্ন না'ও হতে পারে! হতে পারে বরফের চাঁইটার ওপর শুয়ে আমি ওই জিনিসটার চিন্তাভাবনার বিড়বিড়ানিই শুনতে পাচ্ছিলাম!
বাদবাকিরা মিলে ওকে গুদামঘরে আটকে রাখার সময় কোনান্টের করুণভাবে নিজের দুর্ভাগ্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় রইল না...
কোনান্ট মানুষ কিনা সেটা জানার জন্য একটা পরীক্ষার উপায় মাথায় এসেছে!
তাহলে সে-পরীক্ষা করার বন্দোবস্ত করে ফেলো, ডাক্তার! আমি ততক্ষণ ওই **কুকুর-জিনিসটার** বাদবাকি যা আছে পুঁতে ফেলি গিয়ে!
মানুষের রক্তে কোনও ক্ষতি হবে না এমন ব্যবস্থা করে আমার রক্তের নমুনা একটা খরগোশের মধ্যে ইনজেক্ট করব! তারপর... যদি দেখি কোনান্টের রক্তে ওটার কোনও ক্ষতি হচ্ছে, তাহলে বুঝে নিতে হবে যাকে আমরা কোনান্ট মনে করছি সে কোনান্ট নয়! পরীক্ষাটা সম্পন্ন হতে সপ্তাহখানেকের মতো সময় লাগবে!

কিনারের এক ভয়ার্ত চিৎকারে ওদের কথা থেমে গেল...
এটাকে আমি পুঁতে ফেলেছিলাম... কিন্তু এর একটা পা তখনও জ্যান্ত ছিল! ওটা থেকেই জিনিসটা আবার গজাতে শুরু করেছে! জিনিসটাকে শেষ করার একমাত্র উপায়— আগুনে পোড়ানো!
গর্‌র্‌র্‌র!
ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ!
প্রতিহিংসার এক ক্রুদ্ধ চিৎকার করে কিনার জিনিসটাতে আগুন ধরিয়ে দিল...
ঠিক আছে! এখন তাহলে আমাদের শুধু কোনান্টের সাথেই বোঝাপড়া করাটা বাকি আছে!
তাই কি? কোনান্ট যদি সত্যিই ওই **'জিনিসটা'** হয়ে গিয়ে থাকে— ওর সবাইকে ডাকাডাকি করে জাগানোর আগে আমাদের মধ্যে কতজন বদলে যেতে পারে বলো তো? একজন? দশজন...?
ওই একই চিন্তা আমারও মাথাতে এসেছে, ডঃ কপার! তাই যেভাবেই হোক আমাদের মধ্যে কারোরই ওই জিনিসটাকে লোকালয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াটা আটকাতেই হবে! আমাদের নিজেদেরকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে! আমাদের সবাইকে— **পু-ড়ি-য়ে-ফে-ল-তে-হ-বে!**
গদাম !

এমন সময় দলনেতা গ্যারিকে ছুটে আসতে দেখা গেল...
কিনার আর ভ্যান ওয়াল মিলে ব্লেয়ারকে যন্ত্রপাতি রাখার ঘরে আটকে রেখেছে!
ডঃ কপার! পরীক্ষার চটজলদি কিছু উপায় বের করো— নইলে একে একে আমাদের সবার ওই **জিনিসে** পরিণত হতে বেশিক্ষণ লাগবে না!
একটা উপায় বের করেছি বটে!
জরুরি বৈঠক ডাকা হল, কিনার বাদে সকলেই তাতে যোগ দিল। যেন ও এসবের থোড়াই পরোয়া করে এমন ভান করে রান্নাঘরে তারস্বরে গান গাইতে লাগল...
কালের পাথর, চিড় খেয়ে গেছে...
এটার মধ্যে আমি আমার কিছুটা রক্ত নিয়েছি! এটা যদি ওই **জিনিসটার** রক্ত হয়, তাহলে জানবে এটা একটা জীবন্ত স্বতন্ত্র বস্তু! আমি যদি এটাকে আগুনের মধ্যে রাখি তাহলে এটা নিজের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে!
ebongcomics.blogspot.com
কয়েক সেকেন্ড ঘরটা একেবারে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল, শুধুমাত্র রক্ত ফোটার টগবগ আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ পাওয়া গেল না...
কোনও কিছুই হচ্ছে না— আগুনে ফোটার ফলে একটু কটু গন্ধ বেরোচ্ছে এই যা! বোঝাই যাচ্ছে আমি ওই জিনিসটা নই! কমান্ডার গ্যারি এবার তোমার পরীক্ষা হবে!
ঠিক আছে, ডাক্তার! আমি পরীক্ষার জন্য তৈরি!
যখন ইজরায়েল মিশরে ছিল...
দলনেতার মুখ বেশ আত্মবিশ্বাসেই ভরপুর ছিল, যতক্ষণ না...
এটা-এটা জ্যান্ত! ওই জিনিসটার রক্ত এটা!
ত্-তাহলে কমান্ডার...!

ঠিক আছে... এসো দেখি কার কত সাহস আছে! একসাথে আসবে... নাকি দল বেঁধে ঝাঁপাবে!
ওরা সকলে মিলে দলনেতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল— এক ঝাঁক উন্মত্ত শিকারির মতো...
ওকে ধরো!
মেরে ফ্যালো!
ওর একটা টুকরোও যেন বেঁচে না থাকে!
আগেকার অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ পাওয়ার আগেই ওরা জিনিসটাকে একেবারে ফালাফালা করে দিল... বেঁচে থাকা অংশগুলোকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বৈদ্যুতিক হারপুনটা ব্যবহার করা হল...
এখন থেকে তুমি আমাদের কমান্ডার, ম্যাকরেডি!
হে ভগবান! কয়েক সেকেন্ড আগেও এ আমাদের কমান্ডার ছিল আর এখন...
জিনিসটা কীসের অপেক্ষা করছে? এখনই মুখোশ খুলে বেরিয়ে এসে সবাইকে শেষ করে দিচ্ছে না কেন?
কারণ জিনিসটা জানে যে সংখ্যায় এখনও আমরা অনেকেই আছি, ভ্যান! সেজন্যই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে ডঃ কপারের পরীক্ষাটা যেন কেউ এড়িয়ে না যায়! এবার আমার রক্ত পরীক্ষা করা হোক!
পরীক্ষায় ম্যাকরেডি মানুষ প্রমাণ হওয়ার পর...
ম্যাক, এতে আমি যে কতটা স্বস্তি পেয়েছি সেটা মনে হয় তোমাকে আমার মুখ ফুটে বলার দরকার নেই! ভ্যান ওয়াল...
আমার কোনও পরীক্ষার দরকার নেই! আমি জানি আমি কী!
সবাইকেই পরীক্ষা করাতে হবে! এটা অনুরোধ নয়, আদেশ! নইলে...!

কিন্তু কোনও পরীক্ষারই প্রয়োজন পড়ল না, কে যে কী সেটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল— খুব তাড়াতাড়িই...
কোনান্ট গুদামঘর থেকে পালিয়ে এসেছে! ও তাহলে ওই জিনিসটাই ছিল!
ভ্যান ওয়াল আর কিনারও!
কিছুক্ষণ পরে এক বর্বরোচিত সংক্ষিপ্ত লড়াইয়ের অবসান হল...
নাআঁআঁআঁআঁআঁ
নাআঁআঁআঁআঁআঁ!
আঁআঁআঁআঁআআআঁ!
ওদের কেউ যেন বাঁচতে না পারে!
জিনিসটাকে একেবারে শেষ করে দাও!
স-ব-ক'-টা-কে-মা-রো!
বিজয়ীরা শারীরিক এবং মানসিক, দু'দিক দিয়েই ভেঙে পড়ল...
যা কিছু আছে সব পুড়িয়ে ফেলো! একটা কণাও যেন বেঁচে না থাকে!
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সব ল্যাঠা চুকে গেছে! এখন আমরা জানি যে আমরা সবাই মানুষ!
তাই কি? হয়তো ওই 'জিনিসটাও' চায় যে আমরা ঠিক এমনটাই মনে করি!
ঠিক আছে, তাহলে পরীক্ষাটা শেষ করা যাক! আমি এরপরে পরীক্ষা করাব!

কিছুক্ষণ পরে...
সবার পরীক্ষা হয়ে গেছে! সবাই তাহলে মানুষ!
উফ... আর একটা মুহূর্তও যদি এই টানটান অনিশ্চয়তা সহ্য করতে হতো, আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম! এবার তাহলে আমরা কী করব, কমান্ডার?
ebongcomics.blogspot.com
বার্কলে! রেডিও চালু করো! বাইরের দুনিয়ার জানা দরকার এখানে ঠিক কী ঘটেছে!
ঠিক আছে! কারোর না কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারব আশা করি!
ম্যাক! এই হট্টগোলে আমরা ব্লেয়ারের কথা একদম ভুলেই গেছি!
ঠিক বলেছ, ডাক্তার! চলো সবাই! গুদামঘরে, জলদি!
ওই গুনগুন শব্দটা কীসের?
চালাঘরটায় কিছু না কিছু একটা ব্যাপার তো ঘটছেই! খুব অদ্ভুত একটা কিছু!
হুম্‌ম্‌ ম্‌ম্‌ম্‌!
ম্যাকরেডি দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করল...
খুব ভাল করে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছি না... কিন্তু ওটা ব্লেয়ার নয়! দরজাটা খোলার পর কিন্তু ওটাকে এক মুহূর্তও সুযোগ দেওয়া চলবে না!
সর্বনাশ! এটা কী?
সেটা পরে জানবে'খন! এখন আগুন ধরাও!

অদ্ভুতুড়ে দুঃস্বপ্নের শেষ ছায়াটা ওদের স্মৃতি থেকে চিরকালের জন্য আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল...
এই! এই ছোট যন্ত্রটাকে একবার দেখে যাও! এটাকে দেখে কী বলে মনে হয়?
ebongcomics.blogspot.com
এ তো কোনও শক্তির উৎস বলে মনে হচ্ছে, একেবারে নিখুত! জিনিসটা দেখতে এত ছোট হলে কী হবে ক্ষমতায় একটা বড়সড় জেনারেটরের মতো শক্তিশালী!
ডাক্তার!
একটা অভিকর্ষ-বিরোধী যন্ত্র!
আর ওই জিনিসটা এটাকে শরীরে বেঁধে এখান থেকে পালানোর মতলব করছিল!
অসীম শক্তি! অভিকর্ষ-বিরোধী! ডাক্তার, আমাদের এই গোটা পৃথিবীটা নিশ্চিহ্ন করে ফেলার কতটা কাছাকাছি আমরা চলে এসেছিলাম সেটা বুঝতে পারছ?
পারছি, ম্যাক! নিছক দুর্ঘটনাই বলতে হবে যে ওটা এখানে নেমেছিল! এমন একটা চমকপ্রদ ব্যাপার এক জন্মে বারবার ঘটে না... তোমার কী মনে হয়?
সমাপ্ত... (?!)